



হোম প্রথম পাতা সম্পাদকীয় চতুরঙ্গ অন্য খবর ▾ বিদেশের খবর ঈদ বিনোদন ▾ খেলা
দেশের খবর শিক্ষাসাগর অর্থ-বাণিজ্য খবর ▾ শেষের পাতা

ঐকমত্য হওয়া সংস্কার প্রস্তাব দুই মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের তাগিদ

গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জুলাই সনদের যে সংস্কার প্রস্তাবগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছে সেগুলো আগামী দুই মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জোর তাগিদ দিয়েছেন স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ।
শরিবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের

মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ হলে 'রাষ্ট্র সংস্কার ও জুলাই সনদ : বর্তমান প্রেক্ষিত' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এ কথা দাবি জানান।
সেন্টার ফর ইনকুসিভ পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্স (সিআইপিজি)'র উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ড. মো. শরিফুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে (১৫ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

ঐকমত্য হওয়া

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. তোফায়েল আহমেদ। কী-নোট উপস্থাপন করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ কে এম ওয়ারিসুল করিম।

সিআইপিজির চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মো. মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে প্যানেল আলোচক ছিলেন সাবেক সচিব মু. আবদুল কাইয়ুম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাসান নাসির, দৈনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মাসুমুর রহমান খলিলী প্রমুখ।

বক্তারা দৃশ্যমান বিচার নিশ্চিত করা, নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রবাসী ভোটারদের ভোটদান নিশ্চিত করা, ফ্যাসিবাদী প্রশাসন ব্যবস্থা সরিয়ে নিরপেক্ষ, দক্ষ প্রশাসনের অধীনে নির্বাচন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ছাড়াও তারা বাংলাদেশের উপযোগী আংশিক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বক্তারা পিপিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, যে সংস্কার প্রস্তাবগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছে সেগুলো আগামী দুই মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর যেগুলোতে একমত হয়নি সেগুলো নিয়ে আলোচনা চলমান রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রবাসীরা পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যগত ভুলগুলো শোধরাতে পারবে না।

তিনি বলেন, সরকার পাসপোর্টের তথ্যের ভিত্তিতে প্রবাসীদের ভোটার লিস্ট ও পোস্টাল ব্যালট করতে পারে। কেউ চাইলে সরাসরি ভোট দিতে পারবে অথবা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তারা অগ্রীম ভোট দিতে পারবে। বর্তমান আইন অনুযায়ী দেশের ভিতরেও পোস্টাল ব্যালট উন্মুক্ত করলে সবাই ভোট দিতে পারবে, এতে ভোটের সংখ্যা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।

তিনি বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের উপকারভোগী গোষ্ঠীগুলো প্রতিবিপ্লবের বিষয়ে সচেতন নয়। যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা যদি অবহেলায় হারিয়ে ফেলি তাহলে স্বৈরাচার আবার ফিরে আসবে। তাই রাষ্ট্রীয় সংস্কার করতে হবে। শুধু ভোট আয়োজন করাই সংস্কার নয়।

অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম বলেন, জুলাই বিপ্লব ছিল অরাজনৈতিক বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন যাতে আপামর সকল শ্রেণি পেশার মানুষ অংশগতন করেন। তাই জুলাই যে

আকাঙ্ক্ষায় সংগঠিত হয়েছিল তা এই সনদে উল্লেখ থাকতে হবে।

অধ্যাপক ড. এ কে এম ওয়ারিসুল করিম বলেন, বর্তমান একক সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচন পদ্ধতিতে ম্যান্ডেটের জুইসিস থাকে। যদি তিনটি প্রধান দল যদি নির্বাচন করে তাহলে মাত্র ১৭ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৫১টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে। আবার ৪টি দল অংশগ্রহণ করলে ১৩-১৪ শতাংশ ভোট পেয়েও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে।

দৈনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মাসুমুর রহমান খলিলী বলেন, জুলাই সনদের যদি আইনি ভিত্তি না থাকে তাহলে এই সনদের কোনো গুরুত্ব থাকবে না। জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছাই হলো সাংবিধানিক ভিত্তি।



সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: শামীমা এ খান

সম্পাদক কর্তৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জনকণ্ঠ ভাবন ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সরক নিউ ইস্কাটন রোড

© দৈনিক জনকণ্ঠ, সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।